একাগ্রতা

সতু সেন

'অভিনয়কে যদি বিধিসম্মত শাস্ত্র হিসেবে ধরা হয়, তা হ'লে আমার মনে হয় যে, সে শাস্ত্রের স্বরূপ কি, তা কারই জানা নেই। আমার নিজের দিক থেকে নিঃশঙ্কচিত্তে আমি বলতে পারি যে, আমি তা জানি না, কারণ এ শাস্ত্রের সূত্র এখনও রচিত হয়নি।

অভিনয় ছাড়া অন্য একটা কলাশাস্ত্রের কথা ধরা যাক। ধন সঙ্গীত। সঙ্গীত শিখতে গেলেই কতগুলি প্রাথমিক ধারা-বাঁধা নিয়মের সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হতে হয় এবং এই নিয়মগুলির একটা স্পষ্ট আইনে - বাঁধা রূপ আছে। সেইগুলো হলো সঙ্গীতের সূত্র। কিন্তু অভিনয় কলা সম্বন্ধে সে কথা মোটেই খাটে না। অভিনয় - কলার সূত্র কি? কি আইনে তারা গ্রথিত? মনে হয়, এ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তর পৃথিবী আজও দিতে পারেনি।

দু'-একটি বিভিন্ন কলাশাস্ত্রের তুলনা করে দেখা যাক। পট, তুলি আর রঙে ভাঁড় রয়েছে। চিত্রকর তাই নিয়ে রেখায় বা রঙে ছবি আঁকতে বসলেন। এখানে দু'টি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে--একটি হচ্ছে চিত্রকর স্বয়ং আরএকটি হচ্ছে তার উপাদান। বেহালা আর ছড় রয়েছে। বাদ্যকর এসে সেই নিয়ে হাতের নির্দিষ্ট গতির বা ভঙ্গিমার কায়দায় তাতে সুর তুললেন, --- সে হলো তাঁর সঙ্গীত। এখানেও সেই দু'টি জিনিষ বর্তমান, --স্রষ্টা আর তার উপাদান।কিন্তু অভিনেতার সেইরকম উপাদান কি ? এ ক্ষেত্রে তিনিই স্রষ্টা, আবার তিনিই উপাদান। এই বিশ্লেষণটি আরএকটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, চিত্রকরের রূপ - সৃষ্টি প্রথমাবস্থায় আত্ম-নিরপেক্ষ। একদিকেস্রষ্টা অপরদিকেস্রষ্টা থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তাঁর সৃষ্টি-পদ্ধতি। কিন্তু অভিনেতা কখনই এই সৃষ্টি - পদ্ধতি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার অবকাশ পায় না। এই জন্যেও অভিনয় বিজ্ঞানের কোনও সূত্র নিদিষ্ট করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এখানেস্রষ্টা ও তাঁর উপাদান মুক্তাফলের লাবণ্যের মত এক ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছে।

চিত্রকরের সম্মুখে থাকে, --তুলি, তাঁর পট, তাঁর রঙের ভাঁড়, --বাদ্যকরের সামনে থাকে তাঁর যন্ত্র। অভিনেতার সামনে সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে থাকে কি ? তিনি নিজে রক্ত মাংসের মানুষ, --এবং তাঁর শাস্ত্র বলে যে তাঁকে আর একটি মানুষ গড়তে হবে। আত্মা, দেহ, আর মন বা মস্তিষ্ক নিয়েই মানুষের গড়ন। আমাদের জীবনে এমন কোনও কাজ আমরা করি না, ---যেখানে এই তিনটি জিনিষের একত্র কার্যফল না থাকে। কিন্তু সমস্যা হলো যে, আত্মা, দেহ আর মন যদি উপকরণ হলো, তবেস্রষ্টা কে? জানি নাস্রষ্টা কে, --শুধু এইটুকু বলতে পারি, এই তিনটি উপকরণের বাইরে নিশ্চয়ই আর কোনও শক্তি আছে। নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, তার নানা নাম, --আমি তাদের নাম দিলাম Spirit অর্থাৎ পরমাত্মা, এরং will অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি। আত্মা, দেহ আর মনকে নিয়ন্ত্রিত করে এই Spirit এবং will এবং Will এর বিভিন্ন এবং বিশেষ বিশেষ প্রকাশ আছে। যে will বা ইচ্ছাশক্তি ব্যালজাককে ক্রমান্বয়ে তিনদিন চারদিন ধরে একাসনে বসিয়ে লেখাতো। যে ইচ্ছাশক্তির গোপন নির্দেশ সমুদ্রে সময় সময় নাবিককে একসঙ্গে চবিবশ ঘন্টা যন্ত্র ধরে থাকতে বাধ্য করায় তাকে আমরা বলি Professional Will, Will -এর একটি বিশিষ্ট প্রকাশ--যার প্রেরণায় মানুষ তার কর্মজীবন গড়ে তুলতে পারে। মনে হয় এই Will-ই হলোস্রষ্টা।

অবশ্য এত সহজে will ye Spirit -এর স্বরূপ বোঝানো সম্ভব নয় এবং কথায় বললে তার উপলব্ধি আরও দূহ। কাকে আমরা বলবো Spirit ?

সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সে হলো আসলে কতকগুলো অমূল্য মুহুর্তের ইতিহাস। সমগ্র জীবন চলে যায়-- মানুষ রেখে যায় শুধু একটি কাজ বা একটি কথা। যে ব্যক্তি বলেছিলেন 'England expects every man to do his duty' --তাঁর সমগ্র জীবন লেগেছিল সেই কথাটিকে সত্য করে তুলতে। অনেকে বলেন এইসব মুহূর্তগুলো inspiration -এর অর্থাৎ অন্তর্নিহিত প্রতিভার আকস্মিক স্ফুরণের সৃষ্টি। আমি জানি যে কলাশ

াস্ত্র নিয়ে যাকে জীবন অথিবাহিত করতে হবে--ঈশ্বর বা প্রকৃতি যারই দেওয়া হ'কএই মুহূর্তের চকিত দীপ্তিটুকু না বিকশিত হয়ে উঠলে, তার জীবন ব্যর্থই যায়। সে যাই হ'ক, এখানে সে সম্বন্ধেআলোচনা করতে চাই না শুধু এইটুকু বলতে চাই যে কৈশোরের প্রান্তর থেকে যৌবনের সিংহদ্বারে যাঁরা এসে দাঁড়ান তাঁরা Spirit -এর এই বিশেষ প্রকাশ অথ াৎ inspiration -কে যেভাবে দেখেন ও যে মূল্য দেন তা আশঙ্কাজনক। কঠোর কর্মসাধনা, খাঁটি উপকরণের বিধিবদ্ধ অ ায়োজন এবং দুঃসহ বেদনার মধ্য দিয়েই এইসব চরম মুহূর্তআসে। এবং সেই কঠোর কর্মসাধনা, সেই আয়োজন, সেই বেদনা সইবার মনোবৃত্তি হলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার জনক। যেঅমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মে বীজকে কঠিন পৃথিবী থেকে রস আহরণ করে অঙ্কুরিত হতে হয়, সেই একই অপরিবর্তনীয় নিয়মে কঠোর কর্ম সাধনার মধ্যে থেকে এইসব অমূল্য মুহূর্ত অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে অভিনয় কলা ও অন্যান্য সমস্ত কলা সম্বন্ধে এই সত্য। সুন্দর উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, অভিনেতা যদি আলস্যে দিন অতিবাহিত করেন, তাহ'লে মনেহয় তিনি কখনই সফল হতেন না। প্রকৃতি তাঁকে যেটুকু ঐশ্বর্য দিয়েছে , তখন শুধু পন্য হিসেবে সেইটুকু বিক্রী করেন এবং সহসা জীবনের মধ্যপথে এমন দিন আসে যখন পণ্য - হীন দোকানের মত সেই অভিনেত ার জীবন নিরর্থক হ'য়ে ওঠে।

অভিনেতা কিংবা যে কোনও রূপ স্রষ্টার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন হলো একাগ্রতা, যাকে ইংরেজীতে বলে Concentration. নির্জন বনের মধ্যে ধর কোনও লোক চলছে-- সে সেই বন থেকে বেবার পথ খুঁজছে। সে জানেনা তার পায়ের তলায় মাটিতে গহ্বর আছে, না কঙ্কর আছে। সেইসময় সর্বপ্রথম সে কি করে? দেহ, মন, আত্মা সমস্ত তখন অ াপনা থেকেই একাগ্র হয়ে ওঠে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, অভিনয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তো বটেই, সেইজন্য প্রথম প্রয়োজন হলো দেহ, মন, আত্মার সেই একাগ্রতা । জীবনে সেই জয়মাল্য পায়, যে একাগ্রতাকে আয়ত্ব করতে শিখেছে। এবং আমরা একসময়ে মাত্র একটি বিষয়ে একাগ্র হতে পারি। আমরা যদি একসঙ্গে দুই বা তিন বিষয়ে একাগ্র হ'তে যাই তা হলে সব কাজে শুধু যন্ত্রচালিত বোধ হবে।

এই একাগ্রতা সাধনার বস্তু এবং এই শক্তিকে আত্মবশে আনতে হবে। অনেকসময় যখন আমরা দায়ে পড়িতখন বিনা চেষ্ট াতেই আমাদের দেহ, মন, আত্মা একাগ্র হয়ে ওঠে। য জিনিস আমাদের দেখতে বা শুনতে ভাল লাগে তাতে আমরা স্বভ াবতই একাগ্র হই কিন্তু আমি অভিনেতার পক্ষে যে একাগ্রতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছি তা স্বতন্ত্র। মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার মত অভিনেতাকে যখনই যে বিষয়ে একাগ্র হতে বলা হবে, তখন স্বভাবত নয় স্বচেষ্টায় তখনই তাঁকে এক াগ্র হতে হবে। হ্যাম্‌লেটের স্বগতোক্তির সময় একাগ্র হওয়া যত সোজা, অতি প্রয়োজনীয় সামান্য ব্যাপারে একাগ্র হওয়া তত সোজা নয়। কিন্তু অভিনেতার পক্ষে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন হলেই সমান একাগ্র হতে হবে।

নাট্যকার নির্দেশ করে দিলেন যে, শীতের রাত্রি, নিশীথ কাল, অমুক ঘটনা ঘটছে। অভিনেতার দেহ-মন-আত্মাকে তখনই ত াই বিশ্বাস করতে হবে--শীতের রাত্রি, নিশীথ কাল ! অভিনেতা যদি বিশ্বাস না করতে পারেন, দর্শক কিছুতেই বিশ্বাস করতে প ারবে না। যদি এইবস্তুপ্রত্যয় ব্যতীত কোনও অভিনেতা দর্শকদের কাছ থেকে করতালি আদায় করতে পারেন, তাহলেও তিনি রসবেত্তাদের অনুমোদন কখনই পেতে পারেন না। যে জিনিসে তোমার কোনো প্রয়োজন নেই, যে জিনিস তোমার ভ াল লাগে না, প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ তাতেও মনঃসন্নিবেশ করতে হবে। অন্য কলাবিদেরা মনঃসন্নিবেশের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা তা পারেন না।

মোটামুটিভাবে অভিনেতার পক্ষে তিন রকমের একাগ্রতা প্রয়োজন---

১। Concentration of the body -- দেহের একাগ্রতা ইচ্ছা করলেই দেহের যে কোন অংশকে অভিপ্সীতভাবে চালনা করবার শক্তি এবং যে কোনও অংশকে যখন বিশেষ প্রাধান্য দেবার প্রয়োজন, তখনসে অংশতে সমগ্র দেহকে একাগ্র করা। এর একটা ভাল উদাহরণ আছে। জাপানী যুযুৎসু খেলোয়াড়রা তাঁদের আঙ্গুলে, হাতের তালুতে প্রয়োজন হলে দেহের সমস্ত শক্তি সংহত করতে পারেন। অভিনেতাকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে রঙ্গমঞ্চে তিনি যে সৃষ্টি করেছেন, তার প্রধান উপকরণ যাতে সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয় সেইদিকে অভিনেতার সবিশেষ দৃষ্টি থাকা কর্তব্য। এবং তার জন্য দৈহিক একাগ্রতার সাধনা প্রয়োজন। আমরা প্রতিদিন হাতের পাঁচটি আঙুল সমান ব্যবহার করি না, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অনেকসময় আঙ্গুলের বিশেষ ভঙ্গীর প্রয়োজন হয়। প্রতিদিনের জীবনে আমরা শুধু আমাদের হাত আর পা ব্যবহার করি, বুক, কোমর , পিঠ, কঁ

াধ, এসবের বিশেষ কোনও ব্যবহার করি না। অথচ অভিনয়ের সময় দেহের এই সমস্ত বিশেষ প্রয়োজন আছে, যা সত্যভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে সমগ্র দেহের একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন।

২। Concentration of the mind -মনের অবস্থা অভিনয় -বিদ্যা, ঠিক মুখস্থ করা হাত-পা তোলা বা নড়া বসা নয়। যন্ত্র নির্দিষ্ট নিয়মে চলে--প্রতিদিন তার গতির একটা নির্দিষ্ট একঘেয়ে রূপ আছে। কিন্তু অভিনয় - কলার গতি বিজ্ঞানে নিত্য-নব ভঙ্গীর স্থান আছে। এই নিত্য-নব প্রেরণাকে কাজে লাগাবার জন্যে অভিনেতার মনকে সর্বদা সচেতন বা একাগ্র রাখতে হবে। এবং এই জন্যে যেমন একাগ্রতা, তেমনি প্রয়োজন মস্তিষ্কের স্থৈর্য্য। মনের একাগ্রতা এবং মস্তিষ্কের স্থৈর্য্য থাকলে, আপনা থেকেই গতি - ভঙ্গিমা বা প্রকাশ - ভঙ্গিমার সাবলীলত্ব-ফুটে ওঠে। এক অভিনেতার সঙ্গে একররকম ভঙ্গিমায় অভিনয় করেছে, আর এক অভিনেতার সঙ্গে সেই ভূমিকায় যখন নামলে তখন সে ভঙ্গিমা হয়ত বদলে যেতে পারে। কিন্তু যার মনের একাগ্রতা আছে, সে সেই পরিবর্ত নকে স্বাভাবিক হিসেবেগ্রহণ করে, তাকে অন্য রূপ দেবার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে।

৩। Concentration of feelings ---অনুভূতির একাগ্রতা মনে কর তোমার সামনে একটা উনুন রয়েছে তোমার ধারণা হলো যে, উনুনটা ঠাণ্ডা, কিন্তুহাত দিতেই দেখলে যে ভয়ানক গরম। তখন তোমার যে আকস্মিক অনুভূতি হলো, রঙ্গমঞ্চে সর্বদাই সে অনুভূতির আকস্মিকতার জন্যে মনকে প্রস্তুত রাখতে হবে। অনুভূতির ক্ষেত্রে যে কোনও আকস্মিকতার জন্যে অভিনেতাদের মনকে সর্বদাই সজাগ রাখতে হবে। এবং তাকেই বলে অনুভূতির একাগ্রতা। মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণের মত, মনঃসন্নিবেশের সাধনার মত, এও সাধনার ব্যাপার। কাল্পনিক আকস্মিক ঘটনা ভেবে, অবসর সময়ে নিজের অনুভূতিকে ধীরে ধীরে সেই আকস্মিকতার সাড়া দিবার জন্য সক্ষম করে তুলতে হবে।

একই ক্রিয়া কিন্তু কত বিভিন্ন অনুভূতির জায়গা। ধর, রাত্রিতে একলা তুমি ঘরে বসে আছো। অন্ধকারে শুনছো, ইঁদুরের চলাফেরার শব্দ। তারপর ভাব, তুমি কোনও বড় রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে বসে আছো, ---শুনছো তোমার দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক গান গাইছে। রাত্রে সহসা ঘুম ভেঙে গেল, ---শুনলে, পাশের বাড়ীতে একটি নারী কাঁদছে ! একই কাজ, একই নিয়মে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় কাজ করছে, কিন্তু এই তিনটি শোনা কি পৃথক ? এই পার্থক্য বোধের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যে অভিনেতার চেতনায় যত গভীর ও বিভিন্নভাবে থাকবে, অভিনেতা হিসাবে, স্রষ্টা হিসাবে ততখানি তিনিসাফল্য অর্জন করবেন।